যুগান্তর

তারিখ: 28 JAN 2014 পৃষ্ঠা: ৪ কলাম: ৭

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈরাজ্য

দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি রেড অ্যালার্ট জারি করেছে সরকার। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অব্যাহত শিক্ষা ও সনদ বাণিজ্য এবং সরকারি আইন ও বিধিবিধান লংঘন অব্যাহত থাকার প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এ ঘোষণা দেয়া হয়। জানা গেছে, ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার অবিলম্বে প্রশাসক নিয়োগ করবে। এর বাইরে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি, প্রোভিসিসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা চাপিয়ে দেয়াসহ অন্যান্য অনিয়ম করা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়া হবে। অবশ্য এর আগেও সরকার ২০১১ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারে রেড অ্যালার্ট জারি করেছিল। তখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিধি-বিধান মেনে চলার পাশাপাশি স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে সময়সীমা বেঁধে দেয়া হলেও তারা সরকারের সে নির্দেশনা মানেনি। এবারের রেড অ্যালার্ট যাতে একই পরিণতি বরণ না করে সেদিকে গুরুত্ব দেয়া উচিত। বৈঠকে প্রভিসি সংক্রান্ত অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০-এর অসামঞ্জস্যপূর্ণ ধারাসমূহ সংশোধনের উদ্যোগ, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন, প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই শেষে ক্রসবর্ডার হায়ার এডুকেশন অধ্যাদেশ জারি, শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা করতে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অনুমোদনবহির্ভূত বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থী ভর্তি না করার বিজ্ঞাপন প্রচারসহ অন্যান্য ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

> অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল আর্থিক কার্যক্রম নয়, সাধারণ প্রশাসনও চলছে বেআইনিভাবে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী ভিসি, প্রোভিসি ও কোষাধ্যক্ষ ছাড়া কোনো বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করার বিধান না থাকলেও আশ্চর্যজনক বিষয় হল, অনেকেই বৈধ কোষাধ্যক্ষ ছাড়া তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে। শুধু তাই নয়, দেশের ৭১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অন্তত ২৬টিতে ভিসি আর ৫৯টিতে প্রোভিসি নেই। তার মানে দেশের অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল আর্থিক কার্যক্রম নয়, সাধারণ প্রশাসনও চলছে বেআইনিভাবে। অভিযোগ রয়েছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অলাভজনক ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানরূপে চলার কথা থাকলেও কৌশলে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (বিওটি) বা মালিকপক্ষ অনেকটা পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের মতো সেগুলো চালাচ্ছেন। বস্তুত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মালিকপক্ষের খামখেয়ালিপনা ও ক্রীড়নকে পরিণত হওয়ায় দুর্নীতি ও অনিয়মের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এর ফলে এখানকার শিক্ষার্থীরা ক্ষতি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে কাল কাটাচ্ছে— তা বলাইবাহুল্য। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান না মানার বিষয়টি কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। উচ্চশিক্ষার নামে অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অবাধে দুর্নীতি, অনিয়ম, ভর্তি ও সনদবাণিজ্য চালিয়ে গেলেও অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এসব দেখার যেন কেউ নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি থেকে মাঝে-মধ্যে দু-একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে সতর্ক করে পত্র দেয়া হলেও বস্তুত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। ফলে বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে নানা অনিয়ম ও অনাচার। মালিকানা দ্বন্দ্ব থেকে শুরু করে মাস্তানওয়ারে পাঠদান, কোচিং সেন্টারের আদলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা, ভাড়ায় শিক্ষক এনে জোড়াতালির ক্যাম্পাস পরিচালনা, সনদ বিক্রি, ক্যাম্পাস ও শাখা বিক্রিসহ এমন সব কীর্তিকলাপ চলছে— যা এক কথায় ভয়াবহ। উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশে এরকম নৈরাজ্য চলার খবরে শংকিত না হয়ে উপায় নেই। আশার কথা, দীর্ঘদিন পরে হলেও সরকার দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একটা নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে আনার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান অনিয়ম, দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা দূর করার ব্যাপারে সরকার অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় দেবে— এটাই প্রত্যাশা।